দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

027

শিক্ষাঙ্গন

সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাই সকল জ্ঞানের উৎস। এককথায় বলতে গেলে 'শিক্ষাই আলো'। আর এ আলোর সফল প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা। আর এ জন্যই দু'হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা বা সার্বজনীন শিক্ষা যাতে বাস্তবায়িত হয় এজন্য হয়তো সরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা কি সার্বজনীন হতে পেরেছে? নাকি আগামীতে প্রত্যাশা করা যায়? তবে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা যায়, আমাদের সার্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়নের সুবাদে যে সামান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা সার্বজনীন বা সবার জন্য শিক্ষা'র ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক নয়। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসূচী বা বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। এছাড়া আর্থিক সহযোগিতার প্রসঙ্গটিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা একান্ত অপরিহার্য। যদি তা না হয় তাহলে আমাদের দেশে সার্বজনীন শিক্ষার প্রত্যাশা করা 'আকাশ কুসুম' বলেই প্রতিপন্ন হবে। যেখানে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় নব্বই শতাংশই দিন-মজুর তথা নিম্নবিত্তের সেখানে শুধুমাত্র' বিনামূল্যে বই বিতরণের মাধ্যমে সার্বজনীন শিক্ষা বা সবার জন্য শিক্ষার কল্পনা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। বিনামূল্যে বই বিতরণের সাথে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন এসেছে কি-না অথবা শিক্ষার হার বেড়েছে কি-না তা আমাদের পর্যালোচনা করে দেখা একান্ত প্রয়োজন। যদি এর কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয় তবে এ ব্যাপারে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। নইলে তা শুধু শ্লোগানই হবেমাত্র। সার্বজনীন শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রয়োজনীয় বই-এর পাশাপাশি খাতা-পেন্সিলসহ শিক্ষার উপকরণের সহজলভ্যতা অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উদ্যোগের প্রয়োজন। তবে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) বিনামূল্যে বই বিতরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় খাতাপত্র, পেন্সিল বা কলম বিতরণের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বিদ্যালয়ে ভর্তি ফী অথবা পরীক্ষা ফী পদ্ধতি (বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) বাতিল করতে হবে এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়গামী পোশাক বা ইউনিফরম প্রতি বছর বিনামূল্যে বন্টন করতে হবে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সামগ্রীসহ বছরে দুই থেকে তিনবার শিক্ষা সফর বা বিনোদনমূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। শরীর চর্চার ক্লাস রুটিনে প্রতিদিন সংযুক্ত করতে হবে।

(ঙ) এছাড়া সময় সময় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

(চ) প্রতি দু/এক মাস অন্তর ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

উল্লেখিত প্রস্তাব বা সুপারিশসমূহ শিক্ষা বিভাগ গভীরভাবে বিবেচনা করে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে যথার্থ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবেন—এটা আমাদের সবার কাম্য।

—আহমদ আলী